সিউলের চিঠি

শেখ হাসিনা গ্রেপ্তার ও আগামী দিনে বাংলাদেশের রাজনীতি

ড. মর্তুজা খালেদ

পক্ষকাল হলো দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থান করছি, দীর্ঘ দিন এ দেশে থাকার প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হয়েছে----- আসার উদ্দেশ্য কোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডকটোরাল গবেষণা। সিউল শহরের ডাউন টাউনে চারদিকে উঁচু সবুজ পাহাড় ঘেরা জায়গায় বর্তমান আবাসন। ঢাকা বা কোলকাতায় বাস করা যে কারও কোরিয়া এবং সিউল শহর সম্পর্কে ধারণা করা একটু কঠিন। ২৩৪ বর্গমাইলের বিশাল শহর সিউল অবশ্য কোরিয়ানরা একে উচ্চারণ করে সউল বলে-- দেড় কোটি অর্থাৎ দক্ষিণ কোরিয়ার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করে এ শহরে। কিন্তু ঘন বসতিপূর্ণ এক শহর বলে একে মনে হয় না। শহরের ভেতরেই বহু সুউচ্চ অরণ্যময় পাহাড় রয়েছে। এত মানুষের বাস সত্ত্বেও সুপরিকল্পিত উপায়ে নির্মিত বলে শহরের কোথাও ট্রাফিক জ্যাম চোখে পড়ে না। কোরিয়ায় অপরিকল্পিতভাবে কিছুই করা হয় না। এক সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়েই এখানে সব কিছু নির্মিত হয়। আর সেই সাথে কোরিয়দের উন্নত প্রযুক্তির প্রতি রয়েছে সীমাহীন আকর্ষণ। কোরিয়ায় এখন যে সকল বাড়ী বা স্থাপনা নির্মিত হচ্ছে সেগুলিতে ইলেকট্রিক, পানির লাইনের মতো আবশ্যিকভাবে থাকে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ। পৃথিবীর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সর্বাধিক। এই ধরনের প্রযুক্তিময় এক শহরে থেকেই বাংলাদেশে শেখ হাসিনার গ্রেপ্তারের খবর পেলাম তার গ্রেপ্তার হবার প্রায় বারো ঘন্টা পরে। কারণ একাকী, বাঙালীবিহীন এক এলাকায় বাস করতে হচ্ছে বলে।

শেখ হাসিনা গ্রেপ্তার অনেক কিছুরই ইঙ্গিত বহন করে। বর্তমান সরকারের 'মাইনাস টু' তত্ত্ব কার্যকর করার এক পদক্ষেপ হিসাবে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে যে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তা অনেকটাই হাস্যকর, এ অভিযোগ দেশে ও বিদেশে আর্ন্তজাতিক রাজনীতিবিদদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের পক্ষে আর্ন্তজাতিক প্রভাব মুক্ত হয়ে রাজনীতি পরিচালনা করতে পারা যায়। এ লেখার উদ্দেশ্য এ গ্রেপ্তার বাংলাদেশের রাজনীতির উপর কি প্রভাব ফেলতে পারে তা বিশ্লেষণ করা।

সর্বাগ্রে যে বিষয় জনগণ আকৃষ্ট হবে তা হলো সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে। এতদিন পর্যন্ত বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যা করছিলেন তার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করা। সে উদ্দেশ্যে গণতন্ত্র পরিচালন করার প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল সরকার। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রভৃতিকে দলনিরপেক্ষ যোগ্য ব্যক্তিকে দ্বারা পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার। এর অংশ হিসাবেই বোধকরি তারা গ্রহণ করেছিল রাজনৈতিক সংস্কার করা। কিন্তু সরকারের রাজনৈতিক সংস্কার করা ও রাজনৈতিক দলগুলির আভ্যন্তরীণ সংস্কারের উদ্যোগ না নিলেই ভাল করতেন। অবশ্য সরকারের উপদেষ্টারা প্রকাশ্যে রাজনীতি সংস্কারের কথা স্বীকার করেন না।

শেখ হাসিনার গ্রেপ্তার সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে জনগণকে সন্দিহান করে তুলবে। এখনও শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া বাংলাদেশে দুই জনপ্রিয় নেত্রী। শেখ হাসিনা গ্রেপ্তার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তার যে বিপুল সমর্থনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের কাছে সরকারকে অপ্রিয় করে তুলবে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে যে সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল তা মূলত বন্ধ হয়ে যাবে বা দলের সংস্কারপন্থী নেতাদের তাদের উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হবেন।

শেখ হাসিনা গ্রেপ্তার বর্তমান সরকার ও তার পেছনে শক্তি যোগানো সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক উচ্চভিলাষের এক অংশ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। দেশে জরুরী অবস্থার অন্তরালে যে সামরিক বাহিনীর

দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সেটি এক ওপেন সিক্রেট এক বিষয়। জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন ও তার অন্তরালে থেকে সামরিক বাহিনী যে রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদারিত্ব চায় সেটি বুঝবার মতো অবুজ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে আছে বলে মনে হয় না। সরকারের এই পদক্ষেপে সহযোগিতা করে চলেছে বি এন পি ও আওয়ামী লীগের সংস্কারপন্থী নেতাগণ। এবং বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর এ পদক্ষেপের প্রধান অন্তরায় হলো প্রধান দুই দলের দুই শীর্ষ নেত্রী। সুতরাং বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেও তথাকথিত মাইনাস টু তত্ত্ব কার্যকর করা প্রয়োজন।

গণতন্ত্র একটি দীর্ঘস্থায়ী বিষয়। বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রে সূতিকাগার গ্রেট ব্রিটেনে ১৪৮৫ সালে টিউডর রাজাদের সময় থেকে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু হয় তা দীর্ঘ এক প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে তা অর্জিত হয়। গণতন্ত্রে দ্বিতীয় মডেল যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতার পর ১৭৮৯ সাল থেকে ধারাবাহিক এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৯১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত শাসন থেকে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে এমন ধারনা করা একধবরনে অবিমিষ্যকারিতা মাত্র। বরং বলা যায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিভিন্ন সময়ে ব্যাহত হয়েছে এ দেশের সামরিক বাহিনীর দ্বারা। বর্তমান সেনাসমর্থিত সরকারের রাজনীতিক দল ও নেতাদের কালিমালিপ্ত করে তাদের ধবংস করার প্রয়াস বাংলাদেশের শিশু গণতন্ত্রে জন্য আদৌ কোন সুফল বয়ে আনবে না।

ডঃ মর্তুজা খালেদ, সিউল, দক্ষিন কোরিয়া, ১৬/০৭/২০০৭

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়ার জন্যে এই চৌহদ্দিতে টোকা মারুন

ইতিহাসবিদ এই লেখকের পরিচিতি জানতে এই চৌহদ্দিতে টোকা মারুন